মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপথ

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

৫২ বর্ষ ❀ ৫ম সংখ্যা ❀ শ্রীগুরুপক্ষ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৪২১ ❀ ডিসেম্বর, ২০১৪

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (প.ব.)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), STD-0532, ফোন ঃ-2500925/2434625
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-291709, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু
পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২।	শ্রীভক্তিবিনোদ উপদেশ	দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত	৪
৩।	শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজীর বাণী	—	৪
৪।	নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার সমাপ্তি দিবস	শ্রীমদ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৫।	গোড়ায় গলদ	শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৭
৬।	কর্ম, সুকৃতি ও শ্রদ্ধা	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	৮
৭।	উজ্জ্বাব্রতকালে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিবরণী	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ	১১
৮।	শারদীয়া দুর্গোৎসবে সপ্তদিবসীয় ''গৌড়ীয় দর্শন'' সম্বন্ধীয় বক্তৃতা	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ	১৩
৯।	উপায় কি?	—	১৫
১০।	শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্	—	১৭

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫২ বর্ষ ❀ ৫ম সংখ্যা ❀ শ্রী গুরুপক্ষ সংখ্যা ❀ অগ্রহায়ণ ১৪২১ ❀ ডিসেম্বর ২০১৪

সারকথা

গৌরদর্শনের ফল কি?

স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ, আর 'চণ্ডাল', 'যবন'।
যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥
কৃষ্ণনাম লয়ে, নাচে, হঞা উন্মত্ত।
'আচার্য্য' হইল সেই, তারিল জগত ॥
দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার 'নাম' শুনে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১২১-১২৩)

নামাপরাধ সম্বন্ধে প্রভুর মত কি?

অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরা পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।১৩৩)

প্রকৃতশাস্ত্র কাহাকে বলে?

প্রভু বলে, আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণচরণকমল গুণধাম ॥
সত্য কৃষ্ণনামগুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন ॥
সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৯৩-১৯৫)

মক্ষিকাবৃত্তি কি?

যাহাঁ গুণ শত আছে, না করে গ্রহণ।
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।৮১)

শ্রীভক্তিবিনোদ-উপদেশ

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্যপ্রকাশ। কে অগ্রে কে পশ্চাৎ, বলা যায় না। আগে চৈতন্য ছিলেন পরে রাধাকৃষ্ণ হইলেন, আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন চৈতন্য হইয়াছেন—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে কেহ পাছে এইরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য।

———

কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর ইঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব নন, উভয়েই মধুর রসের আশ্রয়। মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ সেখানে কৃষ্ণ-স্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ সেখানে গৌরাঙ্গস্বরূপ।

———

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করত কৃষ্ণভজন না করিলে পরমপুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়কালের পূর্ব্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণ প্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবের বাহ্য প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।

———

কৃষ্ণলীলায় ভজন বিষয়ে প্রতিভাত, গৌরাঙ্গলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। গৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়।

———

জীবনটী কৃষ্ণ নামময় করাই মহাপ্রভুর উপদেশ। কৃষ্ণনাম ব্যতীত এই সংসারে আর কিছু সত্যবস্তু নাই। প্রভুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া গুরুকৃপা-বলে কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই সকল লাভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আর কোন কার্য্য দ্বারা রক্ষা নাই বা আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই—একান্ত ভক্ত ইহা বিশ্বাস করেন। ❑

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজীর বাণী

যাঁহার হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব, যাহাতে কোন প্রকার কামনা বা অন্যাভিলাষ নাই, যিনি কেবল গুরু বৈষ্ণবসেবায় সতত নিষ্ঠাযুক্ত, সেইরূপ অনর্থমুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে হরিনাম-কীর্ত্তনমুখে লীলাশ্রবণের দ্বারা প্রেমাঙ্কুরের উদ্গম হয়, কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে কামের বীজ ছড়ান আছে, তাহারা রাধাকৃষ্ণের বিলাস-লীলা শ্রবণের অভিনয় করিলে তাহাদের কামের আগাছাগুলি আরও অধিক বাড়িতে থাকে। বহির্ম্মুখ জীবের চিত্ত স্বভাবতঃই কামাচ্ছন্ন থাকায় তাহারা রাধাগোবিন্দের লীলাকেও প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কামবৃত্তির মত-গ্রহণ করে। যাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণের লীলায় শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণলীলাকে 'প্রাকৃত' মনে করেন না, অপ্রাকৃতই জানেন, তাঁহারাও তাঁহাদের কামাসক্তিকে মায়ার প্রভাবে ধরিতে পারেন না। কেবল মুখে 'অপ্রাকৃত' বলিলে বা আপনাকে 'শ্রদ্ধান্বিত' জানিলে তাহাকে 'অপ্রাকৃত' বা 'শ্রদ্ধান্বিত' বলা যায় না।

———

যাঁহারা হরিভজন করিতে আসিয়া আরাম ও আয়াস খোঁজেন, তাঁহারা কখনও অবিদ্যার হাত হইতে উদ্ধার পান না, অধিকতর অনর্থেই পতিত হন। দেহাত্মবোধ থাকিতে আত্মসমর্পণ হয় না—শ্রীহরির কৃপালাভ হয় না। দেহাত্মবোধেরই বিস্তৃতি স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি। বাহিরে কেবল স্ত্রী পুত্রের হাঙ্গামা হইতে ছুটী পাইয়া আত্মদেহসুখ বা মনের সুখলাভের জন্য যে হৈতুক ত্যাগ তাহা প্রকৃত ত্যাগ নহে। কৃষ্ণভক্তের ত্যাগের একটা বিশেষত্ব আছে। তাঁহারা কৃষ্ণপ্রীতির জন্য প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ করেন এবং অনুকূল বিষয় গ্রহণ করেন। যে সাধু তীব্র সত্যকথা বলিয়া মায়া-পিশাচীকে তাড়াইয়া দেন, তিনি প্রকৃত সাধু ও পরম বান্ধব। লোকে স্ত্রীর কটুবাক্য বা আত্মীয় স্বজনের গালি শুনিয়া প্রাণান্তেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে চাহে না, বরং তাহা-দিগকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের সেবাতেই নিবিষ্ট হয়, আর শুভানুধ্যায়ী সাধু যদি একটি শাসনবাক্যও বলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করে। ❑

শ্রীগৌরজয়ন্তী অধিবাস দিবসে শ্রীল গোস্বামীপাদের কয়েকটি ভাষণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)

স্থান—যোগপীঠ, মায়াপুর, তাং ২৬/৩/২০১৩

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী করুণায় আজ আমরা গৌরজয়ন্তীর আগের দিন অধিবাস উৎসবে যোগপীঠে আগত ভক্তগণের সম্মুখে এসে গৌরকথা কীর্ত্তন করবার সুযোগ পেয়েছি। ভগবানের অহৈতুকী কৃপার দ্বারা তাঁর কথা কীর্তন করা যায় এবং তাঁর কথা কীর্ত্তনের সাথে সাথে প্রাণে অনবিল আনন্দের সঞ্চার হয়, সেজন্য ভগবান যখন অনুগ্রহ করেন জীবের তখন এইপ্রকার ফল ফলে।

জীবের সংসারে স্বাভাবিক রুচি, ভগবানের সেবা করার রুচি সংসারের বিপরীত ধর্মে অবস্থিত যার দ্বারা কালক্ষেপন করা হয়। আবার এই কালক্ষেপন করাকে কালের দ্বারাই সংঘটিত করে শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন রাসের প্রচারে কাজে লাগিয়েছেন।

যখন জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল জগতের ভাগ্যে এসে শ্রীগৌরসুন্দর নতুন নতুন কায়দায় এবং অভিনব চিদ্ধর্মে জীবকে সুস্থ স্বস্থ করতে পেরেছেন আজ তারই ফল দিকে দিকে সবাই পাচ্ছে। দিকে দিকে আবির্ভূত হয়েছেন ভগবানের করুণা শক্তি এবং এই করুণা শক্তির প্রভাব কৃপালু ভক্তগণের দ্বারা সংঘটিত এই গৌরজয়ন্তী উৎসব। এই গৌরজয়ন্তী উৎসব মানে গৌরের যে অভিপ্রেত গৌরের যে হৃদয় বেদনার সংকীর্ত্তন সেটা কীর্ত্তিত হচ্ছে কিনা, দেখা যাচ্ছে কিনা? কৃষ্ণের কীর্তন, কৃষ্ণের অনুকীর্তন, গুরু গৌরাঙ্গের লীলা বৈশিষ্ট্য এর আলোচনা ও কীর্ত্তন এই সমস্ত কিছু প্রীতিপূর্বক করবার জন্য আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য। ভগবানের প্রসঙ্গে ভক্তগণের সঙ্গে সকলে মিলে হরিকীর্ত্তন করবার চেষ্টা করছি যা শ্রীগৌরসুন্দর নিয়ে এসেছেন। আমরা আগামীকাল গৌরের আবির্ভাব তিথি পালন করব।

ভগবানের আবির্ভাব মানে কৃষ্ণ কীর্ত্তনের আবির্ভাব, কৃষ্ণ কীর্ত্তনের আবির্ভাব মানে কৃষ্ণকার্ষ্ণ সম্বন্ধ বিশেষের আবির্ভাব। এইরকম কৃষ্ণ কার্ষ্ণ সম্বন্ধ ছাড়া ভগবানের সুকীর্ত্তন হতে পারে না আর উৎসবও হতে পারে না। জগত জীবের মঙ্গলের জন্য মহাপ্রভুর অবতার এবং সেই অবতার কলিযুগের দুঃখী হৃদয়কে হারিয়ে দেওয়ার মতো। এই কীর্ত্তনই সর্বৌষধ, জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধ্য সাধন নির্ণয় করতে সমর্থ না হয় ততক্ষণ জীবের মঙ্গল কিসে হবে? তাই জীবের ভাগ্যে গৌরসুন্দর তাঁর কীর্ত্তন রাসের আবির্ভাব করিয়েছেন—

"জীবের চিরপুণ্যফলে বিহি আনি মিলাইলে
রঙ্ক মাঝে রতনের সিন্ধু।
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।"

গোরা কত বড় দয়ালু তার measurement কেউ করতে পারবে না। শ্রীগৌরসুন্দর তিনি এসেছিলেন কিসের জন্য? রাধাঠাকুরানীর সেবা মহিমাকে জগতে জানাবার জন্য।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যে যেনাদ্ভুতামধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

এই যে কথাগুলো এ কেবল কথার কথা নয়, এগুলো চির প্রাণের কথা। সেজন্য আজ যেসব কৃষ্ণকথার আলোচনা হচ্ছে মানে বিরাট সংকীর্ত্তন রাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জীবের চির দুঃখের অবসান করাবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তিনি এই সংকীর্ত্তন রাস প্রবর্তন করেছিলেন। কলিযুগে মধুর রসে গৌরসুন্দরের রাস সত্য সুন্দর বাস্তব বস্তুকে প্রস্ফুটিত করেছেন। এত সুন্দর যিনি সংকীর্ত্তন রাস প্রবর্তন করেছিলেন তাতে কারো কোন প্রকার অসুবিধে হতো না। সংকীর্ত্তন রাস মানে সম্যক কীর্ত্তন, সম্যক কীর্ত্তন কি?— যেখানে **হৃদয় বাক্য মন দিয়ে কীর্ত্তনকে যাজন করা হয় অর্থাৎ কোনপ্রকার ভাবের অভাব হয় না বলে স্ব-স্ব ভাবের থেকে জীব যখন হরিকে কীর্ত্তন করবে তখন সংকীর্ত্তন হবে। সেই সংকীর্ত্তন রাসের প্রচার হয়েছে হবে এবং থাকবে এই ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠানে।** জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ সম্বন্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানে অবগত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সংকীর্ত্তন রাসে প্রবেশ করতে পারে না এবং সংকীর্ত্তন রাসে প্রবেশ করলে জীব নিত্যকাল সুখী হতে পারে। এসব কথার কথা নয় এসব কথা যথার্থ হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারলে জীবের মঙ্গল অনিবার্য।

গুরুপূজা উপলক্ষে

স্থান-শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নাট্যমন্দির, গোদ্রুম মঠ।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ শ্রীগৌর আবির্ভাবের প্রাক্কালে যে ধাম পরিক্রমণের ব্যবস্থা আমাদের গুরুবর্গ করে গেছেন সেই পরিক্রমণ আজ সমাপ্ত হয়েছে। এতে সমস্ত মহারাজগণ এবং ব্রহ্মচারীগণ ভীষণ পরিশ্রম করে সেবায় সঙ্গ দান করে সেবার বিপুল আনন্দে মত্ত হয়ে সকলের জন্য যে আনন্দের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন তা আমাদের কাছে হৃদয়ের ভারকে প্রশমিত করে ভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। তারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের হয়ে শ্রীগুরুদেবকে অক্ষয় রাখবার জন্য যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য এবং এই অনুষ্ঠানের দ্বারা—''পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্ যশঃ''—এই যে ভাগবতের কথা এর ফল বাস্তব দর্শন করিয়েছেন, এটাই আমাদের দরকার। জগতে অনেক বিষয় আছে জানবার কিন্তু ভক্তগণের মুখনিঃসৃত যে কথা তাতে কৃষ্ণ বিষয় বস্তু লাভ করতে পারা যায়। কৃষ্ণ বিষয় লাভ মানে কৃষ্ণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞান এবং তাঁর অনুভব। কৃষ্ণ বিষয়ক অভিজ্ঞান আর শাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞান দ্বারা চিন্ময় হৃদয় লাভ করে নিজেরা কৃতার্থ হয় এবং অপরকেও কৃতার্থ করে। **জগতে অনেক ঘটনা ঘটে কিন্তু সেই ঘটনাগুলোকে আমরা ঘটনা বলি না, চিন্ময় রাজ্যে যে ঘটনা ঘটে সেটাই বাস্তব ঘটনা মাত্র।** সেজন্য জীবনে সবসময় ভক্ত ভগবানের কথাকে অনুসরণ করতে হবে, ভগবানের কথাই কীর্ত্তন করতে হবে এবং কৃষ্ণ কীর্ত্তনই আমাদের জীবনে মঙ্গল আনয়ন করবে। এই মঙ্গলের আশায় সারা বছর আমরা ভক্ত ও ভগবানের গুণগান গেয়ে যেন কাটাতে পারি, এই আশা করি।

নবদ্বীপ ধাম প্রচারিনী সভায়

গোদ্রুমধাম।

স্থান-শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নাট্যমন্দির

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমাদের গৌরজয়ন্তীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে যেসব কথা প্রাক্ কথন হিসেবে বলা হলো সেগুলো আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনছেন তার প্রমাণ শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে বসে রয়েছেন। আমরা ক্ষুদ্র জীব ভগবানের সেবা কতটুকু করতে পারি? কিন্তু তা হলেও যদি আমাদের হৃদয় সরস থাকে তাহলে অনেক কিছু আমরা করতে পারি যাতে সকলের লাভ হয়। ভগবান তাতে লুব্ধ হন। শ্রীগৌর সুন্দরের ভক্তগণ তাতে প্রণোদিত হন এবং গৌরের নবাগত ভক্ত শিষ্য আদি যারা হয়ে মিশনের কাজে সহায়তা করলেন তাদেরকে আমি হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। **কথা অনেক হয় কিন্তু সে কথার কোন মূল্য থাকে না, যদি প্রেমরস মিশ্রিত ভগবানের সেবার বৃত্তিতে না সাধিত হয়।** অধিকাংশ সময় আমরা ভগবানের সেবায় গাফিলতি করলেও ভগবানের ভক্তগণ সেটা দেখেন না, না দেখে তাকে শোধন করে আবার চালাতে চেষ্টা করেন। এত সুযোগ সুবিধা থেকেও যদি নিজেদের প্রস্তুত আমরা না করতে পারি তাহলে সব বৃথাই গেল। ভগবান ভগ-যুত সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র যশ, জ্ঞান এবং সমস্ত বৈরাগ্য নিয়ে বসে আছেন। ভগবান এই যে ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য নিয়ে বসে; কি করেন? সেই ভক্তগণকেই আবার ফেরৎ দেন সেই সমস্ত জিনিস। ফেরত দিয়ে আবার সে তার নিজের মাধুর্য্যময় নিজের আনন্দময় নিজের সুখ-বিস্তারকারী এবং অমন্দোদয় দয়ার কথা ঘোষণা করে দেন। অমন্দোদয় দয়াটা হচ্ছে যেখানে কোনদিন কোনপ্রকার মন্দ উদয় করাবে না।

হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীল দামোদয়া। শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া ॥ শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১১৯)

ভগবানের অমন্দোদয় দয়া যখন থেকে বিস্তারিত হয়েছে তখন থেকে আমাদের হৃদয়ে এর প্রসার হয়েছে। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর, তিনি শ্যামসুন্দর তিনি নিজ নিজ লীলায় পরিকর হিসেবে যাঁদের গ্রহণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন আমাদের গুরুবর্গ। তাঁরা আপাদমস্তক সর্বস্ব নিয়ে ভগবানের সেবায় রত রয়েছেন। এই যে একটা কথা আবার তারা সম্যকরূপে লেপে রয়েছেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পতিত জীবের পাতিত্য দশা মোচন না হয়। এগুলো করতে মিশনকে বহু বেগ পেতে হলেও বীর যারা যোদ্ধার মত কখনো থামতে পারে না, চলতে থাকেন এরকম করে আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। এই যে ভগবানের অতিমর্ত্য দয়া যা সকলের উপরে বর্ষিত হয়েছে এই সমস্ত পরিক্রমাদি যদি না থাকে তাহলে কিভাবে তারা Execute করবে? করতে পারে না। সেজন্য এসমস্ত করে তবে Execution এর ব্যাপারটা ফলাও করে দেখানো হয়।

আমরা জগতে বেশীকাল থাকব না কিন্তু যতকাল থাকব ততকাল যেন গৌরের গুণ, কৃষ্ণের গুণ শ্রবণ করে আমাদের জীবন পাত হয়, এই আমরা প্রার্থনা করি। ভক্তরা সমাহিত চিত্তে আমাদের সমস্ত প্রকার অসুবিধাকে কোনপ্রকার অসুবিধা মনে না করে তারা সবাই সমানভাবে যে সেবায় সহায়তা করেছেন সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"❑

গোড়ায় গলদ

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

গুরুমুখে প্রথম শুনি শ্রীহরিকেই শুনতে হবে, শ্রীহরিকেই গাইতে হবে, শ্রীহরির স্মরণ করতে হবে—এটাই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল। পূর্ব- সুকৃতি বলে কথাটি কানে বাজে, সত্য বলে বোধ হল, জীবন তরীখানি ঐ কার্যেই ভাসিয়ে দেওয়ার সংকল্প নিলাম। মঠবাসকালে আর একদিন তাঁর মুখে শুনলাম—''জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস''। তাঁর কথায়—''তুমি মায়ার দাস নও, তুমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস''—এই বাণীর আলোকে শ্রীকৃষ্ণদাসত্বের সাধন শুরু হলো। ঐ কার্য্যে কেটে গেল জীবনের মুখ্যভাগ। কিন্তু আজ ভাবি কোথায় সেই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, কোথায় বা তাঁর প্রিয়জন শ্রীগুরুদেব, কোথায় বৈকুণ্ঠ দূত স্বরূপ শ্রীবৈষ্ণবগণ, কোথায় বা এই বৈকুণ্ঠ নাম ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ চিন্ময় বিগ্রহ যাদেরকে ঘিরে আমাদের সকল সাধন চেষ্টা। আর আমরা পড়ে রয়েছি সাধন ভূমিকায় প্রাকৃত জালে আবদ্ধ হয়ে। আমাদের সাধন দশায় কোনও অগ্রগতি নাই। আমাদের সমস্ত সাধন চেষ্টা কোথায় গিয়ে যেন আটকে রয়েছে, গোলকের পথকে অবরুদ্ধ করছে।

অনেক সময় ভাবি প্রেমলাভের পথ এত দূর কেন? সাধনে এত অধিক সময় লাগে কেন? ভগবানের দিকে আমরা তরতর করে এগোতে পারছি না কেন? শ্রীগুরুকৃপায় আমরা এটুকু বুঝেছি স্বরূপ বিস্মৃত জীবের সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় স্বরূপে স্থিতিলাভ। এরপর প্রেম লাভের পথ বেশী দূর হয় না। আজ আমরা হরিবিমুখ নই। স্বরূপে জাগ্রত হয়ে হরিসেবায় নিযুক্ত হয়েছি। তথাপি প্রেমপথের দূরত্ব যেন বেড়েই চলেছে। সাধুর প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নাই তা নয়। শাস্ত্রবাণীর সঙ্গে সাধুর বাক্যে মিলও দেখছি। তথাপি হরিসেবায় রুচিলাভ বা আসক্ত হতে পারছি না কেন? হরিসেবায় ও হরিকীর্ত্তনে নিয়মপূর্বক আমরা লেগে রয়েছি। তথাপি ভজনে খুব একটা উন্নতি নাই। অনর্থগুলি এই পথে মূল বাধা হলেও যে আদর, শ্রদ্ধা বা প্রীতিযুক্ত সাধনের ফলে ঐ বাধাগুলি সহজে কাটতে পারে তা আমাদের নাই নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা বিষয়ে বিরাট ত্রুটি থেকে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত ''শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত'' গ্রন্থ পাঠ করছিলাম। পাঠ করতে করতে এক জায়গায় দেখলাম শ্রদ্ধার কথা, শ্রদ্ধার বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যা এবং তার মধ্যেও প্রকারভেদ। খুব সুন্দর কথা, ভজনের গোড়ার কথা পড়েও ভাল লাগল। তিনি আমাদের জানিয়েছেন—'' ঈশ্বর সত্য, তাঁর ভজন সত্য। তাঁর প্রতি প্রেমলাভই জীবের নিত্য ধর্ম। সেই ধর্মচ্যুত হয়ে আমাদের দুঃখ। শুদ্ধ ভজন ফলে পুনঃ নিত্যস্বরূপে স্থিতিলাভ ও প্রেমধর্মে ধর্মী হওয়াই আমাদের প্রয়োজন। এই সত্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল। এর নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা আবার দুইপ্রকার—কোমল শ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা। সাধুসঙ্গে ঐ শ্রদ্ধা স্বতঃসিদ্ধ রূপ ধারণ করে। আত্মার নিত্যধর্ম থেকে এর জন্ম। ঐরূপ শ্রদ্ধা হতে শুদ্ধভক্তির উদয় হয় এবং ক্রমে ঐ ভক্তি বলবতী হয়ে ভাবের ভূমিকা লাভ করায়।'' এই ক্রমের কথা ''শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'' গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থনিবর্ত্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর ॥

উপরোক্ত পয়ারগুলির আলোচনায় দেখা যায় শ্রদ্ধা ভক্তির আদি সোপান। সুকৃতি তারও পূর্বের কথা অর্থাৎ ভক্ত্যুন্মুখী পূর্ব সুকৃতি থেকে শ্রদ্ধা জাত হয়। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়ার দ্বারা ঐ শ্রদ্ধার ক্রমোন্নতি এবং

সেই অনুযায়ী ভজনোন্নতি লাভ। অনর্থনিবৃত্তির ভূমিকায় আমাদের সাধন বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণই এই শ্রদ্ধা। যার ফলে নিষ্ঠা ও রুচি পর্যন্ত আমাদের গতি ব্যাহত হচ্ছে। শ্রদ্ধা পুষ্ট না হলে ভজনপুষ্টি সম্ভব নয়। শ্রদ্ধার স্বতঃস্ফূর্ত্ত অবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গের সুষ্ঠতা। তার ফলে ভজনে উন্নতি লাভ জানতে হবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিচার অনুসরণ করলে দেখা যায় আমরা কোমল শ্রদ্ধার মধ্যে আটকে রয়েছি। দৃঢ়শ্রদ্ধা ক্রমে আত্মার নিত্যধর্ম জাত স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধার উদয় করায় এর ফলে শুদ্ধভজন বা গাঢ় ভজনে প্রবৃত্তি। স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধা ব্যতীত শুদ্ধভজন হয় না। যার ফলে ভজনক্রিয়ায়ও সুষ্ঠতা আসে না। ঐরূপ শ্রদ্ধার অভাবে ভজনে গতিহীনতা —এটাই মূল কারণ।

শাস্ত্রকারগণ বলেন—শ্রদ্ধা ভাবময়ী ও ভক্তিটা ক্রিয়াময়ী। সাধুসঙ্গ ও ভজনক্রিয়া এই দুটি ভক্তির সাধনাঙ্গ হলেও শ্রদ্ধার উপর এদের সুষ্ঠতা নির্ভর করে। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের ক্রমোন্নতির অভাবে সাধন পঙ্গুত্ব লাভ করে। সেক্ষেত্রে ভজনের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা ও রুচি আদি ভূমিকার ক্রমোন্নতি স্বাভাবিকভাবে স্তব্ধ হয়। শ্রদ্ধাকে ভক্তির মূলবীজ বা প্রথম সোপান বলা হয়েছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় 'শ্রদ্ধাদেবী'। এর উপরে নির্ভর করে ভক্তির স্থিতি এবং গতি। এই জায়গাতেই বেশীরভাগ সাধক আটকে যান। যার ফলে প্রেম লাভের পথ সুদূর পরাহত হয়। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ, শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদও এই শ্রদ্ধা নিয়ে বিশেষ চর্চা করেছেন তার কারণই এই। এই কথাগুলি ভজনের শুরুর কথা ও গোড়ার কথা। গোড়ায় ভূল মানে সবেই ভূল।

শ্রদ্ধার গতি ভক্তির প্রথম থেকে শেষ অবধি। কোমল শ্রদ্ধায় সাধুসঙ্গ লাভ। শ্রদ্ধার ক্রমবর্দ্ধমান দশায় গুরুপদাশ্রয়, ভজনক্রিয়াদি সোপান লাভ। পুনঃ শ্রদ্ধার বিকাশক্রমে শাস্ত্র ও সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের সুষ্ঠতা। ধীরে ধীরে শাস্ত্র বাণীতে প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মায়। সেই অবস্থায় ভজন করতে করতে অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা ও রুচি লাভ। শ্রদ্ধালু সাধকের এখানেই শেষ নয়। এই শ্রদ্ধাই দৃঢ়তর অবস্থায় অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপে রাগে উন্নীত করে। তখন ভাগ্যবান সাধকের ব্রজলীলায় রতি ও ব্রজবাসীজনের অনুগমনে লোভ জন্মায়। ঐ লোভ শ্রদ্ধার গাঢ় অবস্থা বিশেষ। তার থেকে সাধকের ভাবদশা বা প্রেমলাভ। কোন মহাভাগ্যবান সাধক গোপীপ্রেমের অনুগত হয়ে মধুর রসের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা লাভ করে ক্রমে বিপ্রলম্ভ প্রেম পর্যন্ত লাভে সমর্থ হয়। এটাই শুদ্ধভক্তি সাধকের শেষ গতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে। যার ফলে সর্বোচ্চ বস্তু লাভে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। ❑

কর্ম, সুকৃতি ও শ্রদ্ধা

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

কর্ম

চেতন জীবের ইন্দ্রিয় চালনাকে কর্ম বলে। সে যে কোন উদ্দেশেই হোক না কেন এই সংসারে মায়ামুগ্ধ জীবগণ কর্মকে আশ্রয় করে থাকে। কর্ম ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। জীবনধারণের জন্য শরীর বা ইন্দ্রিয় চালনা নিতান্ত দরকার, এর নাম কর্ম। কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম এই তিন প্রকার কর্মের কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। কর্ম দুইপ্রকার—শুভ ও অশুভ। শাস্ত্রবিহিত কর্মকে শুভকর্ম এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মকে অশুভকর্ম বলে। শুভকর্মের ফল শুভ এবং অশুভ কর্মের ফল দুঃখলাভ। শুভকর্ম বা বেদবিহীত কর্মের অকরণকে অকর্ম বলে এবং অশুভ বা বেদনিষিদ্ধ কর্মকে বলা হয় পাপ বা বিকর্ম। শুভকর্ম তিনপ্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম। সাধারণভাবে শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্মকে নিত্যকর্ম বলে। যেমন—ঈশ্বরউপাসনা, সন্ধ্যা বন্দনা, পবিত্র উপায়ে শরীর ও সমাজ সংরক্ষণ, সত্যব্যবহার আদি। যে সকল কর্ম কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করে নিত্যকর্মের ন্যায় পালিত হয় তাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে। যেমন—পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদি নৈমিত্তিক কর্ম এবং কাম্যকর্ম অর্থাৎ স্বসুখকর কর্ম তা নিত্য স্বার্থপর বলে ত্যজ্য। শুভ ও অশুভ কর্ম থেকে পাপও পূণ্যের উৎপত্তি। পুণ্যের ফল স্বর্গসুখ ভোগ ও পাপের ফলে নরকযন্ত্রণা বা দুঃখ লাভ।

সুকৃতি

শাস্ত্রে শুভকর্মকে সুকৃতি বলে। ''চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ'' (গীতা—৭।১৬)—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীপাদ 'সুকৃতি' শব্দের অর্থ বলেছেন—''পূর্বজন্মসু কৃতপূণ্যাঃ'' অর্থাৎ যাহাদের পূর্বজন্মকৃত পূণ্য আছে তারা সুকৃতিবান। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেছেন—''বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণো ধর্ম্মস্তদ্বন্তঃ সন্তো মাং ভজন্তে'' অর্থাৎ যারা পূর্বজন্মে স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মের পালন করেছেন, তারাই সুকৃতিবান। সেই সুকৃতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—কর্মোন্মুখী, জ্ঞানোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী। যে সকল শুভকর্ম কেবল ভোগের সংস্কার দান করে তা কর্মোন্মুখী সুকৃতি। আর্ত্ত (শত্রু হতে শোকাদি আপদগ্রস্ত গজেন্দ্র) ও অর্থার্থী (ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগকামী ধ্রুবাদি) এরা সকামকামী হওয়ায় কর্মোন্মুখী সুকৃতিবান। যে সকল শুভকর্ম মুক্তিলাভের প্রেরণা দান করে তাকে জ্ঞানোন্মুখী সুকৃতি বলে। জিজ্ঞাসু (আত্মস্বরূপ জ্ঞানেচ্ছু শৌনকাদি ঋষিগণ) ও জ্ঞানী (আত্মা, পরমাত্মা ও ভগবানকে যিনি জানেন সেই শুকাদি) নিষ্কামকামী হওয়ায় জ্ঞানোন্মুখী সুকৃতিবান। যে শুভকর্মের দ্বারা অজ্ঞাতভাবে শুদ্ধভক্ত্যঙ্গ-সমূহ যাজিত হয় তাই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি। অজ্ঞাতভাবে ভগবান ও তদীয় বস্তু সম্বন্ধীয় কর্ম ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি। উক্ত শ্লোকের 'বিদ্বৎরঞ্জন' ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন—''আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য-নৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মালয় ও ভগবত্তত্বে অনিত্যতা বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হলে তারা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির দ্বারা ভক্তির অধিকারী হতে পারে। যে কাল পর্যন্ত কষায় থাকে, সে কাল পর্যন্ত এ সকল ব্যক্তির ভক্তি—কর্ম বা জ্ঞান প্রধানীভূতা। কষায় দূর হলে অকিঞ্চনা বা উত্তমা ভক্তির অধিকারী হতে পারে।'' এই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হতে শ্রদ্ধার জন্ম এবং সেই শ্রদ্ধা ভক্তির বীজস্বরূপ। এ সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভি সুকৃতৈঃ পূর্বসঞ্চিতৈঃ ॥

কর্মোন্মুখী ও জ্ঞানোন্মুখী সুকৃতি ক্রমে ভুক্তি ও মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। ফলে ঐ সকল জীব ভক্তির অবান্তর ফল লাভ করে। ভক্তির সাক্ষাৎ ফল পায় না। অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা কেবল ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি থেকে জাত হয়। জন্মজন্মান্তর যিনি এই সুকৃতি লাভ করেছেন তিনিই শ্রদ্ধার অধিকারী। তিনিই ভক্তিলাভের অধিকারী হন। ''শ্রদ্ধাবান জন হন ভক্তি অধিকারী''।

শ্রদ্ধা

''শ্রদ্ধা'' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শ্রৎ—ধা ভাবে ঙ্ আপ অর্থাৎ 'শ্রৎ' শব্দের অর্থ ভক্তি। অর্থাৎ ভক্তি যার আশ্রিতা বা ধৃতা, তাকে শ্রদ্ধা বলা হয়। যেমন বীজকে আশ্রয় করে বৃক্ষের উৎপত্তি তেমনি শ্রদ্ধারূপ বীজকে আশ্রয় করে ভক্তিলতার উৎপত্তি, বিস্তার, সমৃদ্ধি ও প্রেমরূপে পরিণতি লাভ। শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ভক্তিসন্দর্ভ ১৭২ অনুচ্ছেদে বলেছেন—''সা চ শ্রদ্ধা শাস্ত্রাভিধেয় অবধারণসৈব অঙ্গম্। তদ্বিশ্বাসরূপত্বাৎ''—অর্থাৎ শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় অভিধেয় বস্তুর অবধারণেরই অঙ্গস্বরূপ, যেহেতু ঐ অভিধেয় বস্তু বিষয়ক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেছেন—''শ্রদ্ধা সা চ তত্তচ্ছাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ময়ী। প্রক্রমান যত্নৈকনিদানরূপ তদ্বিষয়কত্বৈকনির্বাহ-রূপ সাদরস্পৃহা চ''—অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে যত্নশীল হয়ে তদনুসারে কর্মাদি করবার যে সাদর স্পৃহা দেখা যায়, তাকেও শ্রদ্ধা বলে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন—

''শ্রদ্ধা শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয় ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২২/৬২)

সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করলে বা কায়মনবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করলে জীবের সকল কর্ম সম্পন্ন হয়—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। ''হরিসেবা ছাড়া জীবের আর কোন কর্ত্তব্য নাই, হরিসেবা ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য আছে, তা মায়া—এইরূপ সাধুগুরু শাস্ত্র উপদেশে দৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।''

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জৈবধর্মে বলেছেন—''শ্রদ্ধা ত্বন্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখীচিত্তবৃত্তিবিশেষঃ'' (আম্নায়সূত্র—৫৭) অর্থাৎ কর্মজ্ঞানাদি অন্যোপায় পরিত্যাগশীল ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষই শ্রদ্ধা। তিনি শ্রদ্ধা সম্বন্ধে ''শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'' গ্রন্থে আরও সরলভাবে ব্যাখা করতে গিয়ে বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম ধন। ভগবৎ বিস্মৃতি ফলে সে প্রেমধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

পূর্বসুকৃতি ফলে সাধুসঙ্গ লাভ এবং তার ফলে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, ভজনের দ্বারা ক্রমোপন্থায় সে পুনরায় কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হতে পারে—এই সত্যবাক্যে গাঢ় বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল, এর নাম শ্রদ্ধা। এই সত্যবাক্যে যার যতটুকু বিশ্বাস জন্মায় তিনি ততটুকুই শ্রদ্ধার অধিকারী হয়ে ভক্তিপথের পথিক হতে পারেন।

শ্রদ্ধাই সকল প্রকার সিদ্ধির মূল। প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধার ত অভাব নাই। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বমানবের প্রতি শ্রদ্ধা, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা এইগুলি সংসারে প্রতি পদক্ষেপে চলতে গিয়ে করতেই হয়। যদিও এই শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রোদিত শ্রদ্ধার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শাস্ত্র বলেন ''সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা''—শ্রদ্ধা শরণাগতিলক্ষণ যুক্তা। কার শরণ নেব? শ্রদ্ধার বিষয় সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম, জীবমাত্রই শ্রদ্ধার আশ্রয়। শ্রদ্ধার পরিণতি কৃষ্ণপ্রেম। জীব যদি শ্রদ্ধার আশ্রয় হয় শ্রদ্ধার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের শরণাপন্ন হতে হবে। তাঁরা আমাদেরকে রক্ষা করবেনই এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের দ্বারা ক্রমে সে প্রেমলাভের যোগ্যতা অর্জন করবে।

ভক্তি অধিকারীর প্রথম লক্ষণ হচ্ছে শ্রদ্ধা। কেবল ভক্তি সাধনাই নয় কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সমস্ত সাধনাতেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ছাড়া কোন সাধনাতেই সিদ্ধি লাভ করতে পারা যায় না। তাহলে **''শ্রদ্ধাকে কি ভক্তির জননী বলা যেতে পারে? শ্রীল জীবগোস্বামী বলেছেন—তাও নয়, শ্রদ্ধা ভক্তির জননী নয়। শ্রদ্ধা জন্মিবার পূর্বে কারও কারও ভক্তির বিকাশ দেখা যায়। সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তির সহচরী। শ্রদ্ধা ভাবময়ী কিন্তু ভক্তি ক্রিয়াময়ী। কখনও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি থেকে শ্রদ্ধা হয় এবং শ্রদ্ধাবানে ভক্তি বিকশিত হয়। কোথাও ভক্তিদেবীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা প্রস্ফুটিত হয়। কোন কোন বদ্ধজীব বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি থেকে শ্রদ্ধা লাভ করেন। ভক্তিদেবী সাধারণতঃ শ্রদ্ধাদ্বারেই কৃপা করেন।''—(শ্রীল আচার্যদেব)**

শ্রদ্ধা দুইপ্রকার। শ্রীল জীবগোস্বামীর মতে—লৌকিক শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের মতে—বলোৎপাদিকা ও স্বাভাবিকী। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—কোমলশ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা। পূর্বজন্মের সংস্কার বা সুকৃতি থেকে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাকে কোমলশ্রদ্ধা বলে। এর নাম লৌকিকশ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা লোকাচার দর্শনে জাত হয়। বলপূর্বক শাস্ত্রশাসন করানো জন্য একে বলোৎপাদিকা শ্রদ্ধাও বলে। কোমল শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদিগের জন্য শাস্ত্র ও সাধুকৃপা ছাড়া অন্য কোন গতি নাই। যে কোন পরিস্থিতিতে এই শ্রদ্ধা নষ্টও হতে পারে। সাধুমুখে শাস্ত্রশ্রবণপূর্বক ভগবান ও তদীয় বস্তুর প্রতি বিশ্বাসের নাম শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভের পর স্বাভাবিকভাবে ভক্ত্যঙ্গ যাজনে যে রুচি তাকে স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা বলে। কোমলশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভের পর ক্রমে সাধুসঙ্গ, অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া ত্যাগ পূর্বক নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া যোগে অনর্থ নিবৃত্তির ভূমিকা লাভ করতে পারে। ক্রমে স্বাভাবিক নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবস্তরে ভক্তিটা অত্যন্ত বলবতী হয়। এই অবস্থায় শ্রদ্ধাকে দৃঢ়শ্রদ্ধা বলে। যিনি যতদূর নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া যোগে অনর্থনিবৃতি ক্রমে নিষ্ঠা, রুচ্যাদি লাভ করেছেন তিনি ততদূর দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েছে। সুতরাং শ্রদ্ধা সিদ্ধির ভূমিকা লাভ পর্যন্ত সাধকের সাথী হয়ে থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন—

শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার ।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥

দৃঢ়শ্রদ্ধা লাভ না করা পর্যন্ত সাধকের স্থায়িত্ব নাই। যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদ আসতে পারে। যদি আমি কোমল শ্রদ্ধাবানই থাকি শাস্ত্রযুক্ত ও সাধুসঙ্গ লাভ বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা নানাপ্রকার অসৎসিদ্ধান্ত, কুমত, মায়াবাদরূপ পাষণ্ডমত এসে ভক্তি পথে বাধার সৃষ্টি করবেই। সেইজন্য শ্রদ্ধা থেকে ভজন শুরু ক্রমে শ্রদ্ধার গাঢ়ত্ব ও তার থেকে ভজনোন্নতি। সিদ্ধি পর্যন্ত এর গতি। শ্রদ্ধা বিহীন সাধক ভজন সম্পত্তিহীন। সুতরাং শ্রদ্ধাবান সাধককে ভক্তির প্রাথমিক স্তর হতে প্রেমরাজ্যে পৌঁছানো পর্যন্ত অতি সাবধানে এগোনো উচিত। নতুবা শ্রদ্ধাহানী হলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হয়ে ভক্তিপথ থেকে চিরদিনের মত পতিত হতে হয়। সুতরাং সাধু সাবধান! ❑

উর্জ্জাব্রতকালে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিবরণী

শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, (সহসেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে গত ১৫ই অক্টোবর, ২০১৪ তাং কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে মিশনের অপর সেবাসচিব পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও সহায়ক শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজের পরিচালনায় প্রায় ৪০ জন যাত্রী শ্রীব্রজমন্ডল পরিক্রমা উপলক্ষে ট্রেন যোগে যাত্রা করিয়া পরদিবস ১৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় শ্রীবৃন্দাবন ধামস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে পৌঁছান। শ্রীব্রজমন্ডল ও শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলী দর্শন উপলক্ষ্যে পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন মুম্বাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্য্যটক মহারাজ, গয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ, কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ প্রপন্নকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, পুরীধামস্থ শ্রী পুরুষোত্তম মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ গজেন্দ্রউদ্ধারন দাস ব্রহ্মচারী। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রী অনাদি নিধন দাস এবং দিল্লী মঠের সেবক শ্রীপাদ রাজকিশোর দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ উক্ত পরিক্রমায় যোগদান করিয়া সেবাকার্যের সহায়তা করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব পূর্ব হইতেই শ্রীবৃন্দাবনধামস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে অবস্থান করিতেছিলেন।

গত ১৭/১০/১৪ তাং পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে বৈষ্ণবগণ ও যাত্রীগণ প্রাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ হইতে রওনা হইয়া কীর্তন করিতে করিতে সর্বপ্রথম বড় গোঁসাই অর্থাৎ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমাধি মন্দির দর্শনে গমন করেন, তথায় নৃত্য কীর্তনাদি এবং আরতির পর স্থান মাহাত্ম্য শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্য্যটক মহারাজ কীর্তন করেন, অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব গদগদ কণ্ঠে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মহিমা বর্ণনকালে ধামেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যকাল বৃন্দাবনে অবস্থান ও লীলা প্রসঙ্গে 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' শ্লোক অবলম্বনে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষণ প্রদান করেন। উক্তস্থান দর্শনান্তে শ্রী মদনমোহন মন্দির, ইম্‌লি তলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান, সেবাকুঞ্জ ও শ্রীরাধাদামোদর দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নে শ্রীবৃন্দাবন মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্নকালে শ্রীল গুরুদেবকে অগ্রনী করিয়া বৈষ্ণবগণ ও যাত্রীগণ কীর্তন সহকারে শ্রীল রূপগোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব দর্শন এবং তৎপরে শ্রীগোপেশ্বর শিবের অনুকম্পা প্রাপ্তির জন্য তথায় গমন ও কীর্তনাদির মাধ্যমে আরত্রিকাদির পর বংশীবটে গমন এবং তথায় উদ্দন্ড নৃত্য কীর্তন ও পদাবলী কীর্তন হয়। শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্য্যটক মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়াস্থল বংশীবটের মহিমা কীর্তন করেন। অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব রাসলীলার নিগূঢ়ার্থ বিষয়ে মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। তথা হইতে শ্রীমধু পন্ডিতের প্রাণধন শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীরাধারমন ও শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহ দর্শন করিয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

গত ১৮/১০/১৪ তাং প্রাতে প্রসাদ সেবনান্তে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে ভক্ত ও যাত্রীগণ কীর্তন করিতে করিতে বাসযোগে যাত্রা করিয়া মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান দর্শন ও আদিকেশব দর্শন, অতঃপর ভূতেশ্বর মহাদেব, শ্বেতবরাহ, আদিবরাহ ও বিশ্রাম ঘাট দর্শন করেন এবং আদিবরাহ দেবের মহিমা শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্য্যটক মহারাজ কীতন করেন। তৎপরে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব স্থান মহিমা প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশন করেন, অতঃপর তথা হইতে মধুবন, ধ্রুবটিলা এবং গরুড় গোবিন্দ দর্শন করা হয়, স্থান মহিমা শ্রীপাদ পর্য্যটক মহারাজ কীর্তন করেন, যাত্রীগণ সন্ধ্যায় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯/১০/১৪ তাং শ্রীহরিবাসর তিথিতে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করা হয়। মঙ্গলারতির পর ভক্তগণ সংকীর্তন সহ মঠ হইতে যাত্রা করিয়া পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের অনুগমণে পরিক্রমা শুরু করেন। পরিক্রমার রাস্তায় মহাপ্রভুর বিশ্রাম স্থলে পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরুদেব ভক্তদের লইয়া পদাবলী কীর্তন করেন এবং তৎপরে রমনরেতিতে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব স্থান মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। অতঃপর পরিক্রমা অন্তে যমুনার শীতল জলে স্নান করিয়া যাত্রীগণ মধ্যাহ্নে মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে ভক্তগণ ও যাত্রীগণ শ্রীল

গুরুদেবের কৃপার্শীবাদ গ্রহণ পূর্বক স্থানীয় দর্শন উদ্দেশ্যে নিধুবনে গমন এবং উক্ত বন পরিক্রমা করেন। স্থান অতীব মনোরম। শ্রীরাধা কৃষ্ণের নৈশলীলার সামগ্রী কুঞ্জাদিতে দর্শন করা হয় এবং স্থানটি গম্ভীর ও গূঢ় তাৎপর্য্যপূর্ণ। উক্ত স্থানের মাহাত্ম্য শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্য্যটক মহারাজ কীর্তন করেন তৎপরে শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ 'নিধুবনে রাধা করেছিল মান, দাসখত লিখে দিয়েছিল শ্যাম' পদ অবলম্বনে স্থান মহিমা কীর্তন করেন, অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ প্রাঞ্জলভাবে স্থান মাহাত্ম্য কীর্তন করেন, তৎপরে শ্রী শ্যামসুন্দর বিগ্রহের আরতি দর্শনান্তে ভক্তগণ মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

২০/১০/১৪ তাং উষাকীর্তন, শ্রীবিগ্রহ আরতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা এবং শ্রীল গুরুদেবের আরতি পর প্রসাদ সেবনান্তে বাসযোগে ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেবকে অগ্রণী করিয়া মহাবন দর্শনোদ্দেশ্যে সংকীর্তনসহ যাত্রা করেন। শ্রীদাউজী মন্দিরে পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরুদেব প্রেমভরে দাউজীর নীরাজন করেন। ভক্তগণও তথায় উপনীত হইলে উদণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব দাউজির মহিমা কীর্তন কালে প্রেমে গদগদ কণ্ঠে 'দাউজিকা ভাইয়া কৃষ্ণ কানাইয়া' পয়ার অবলম্বনে মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। তথাকার দর্শনান্তে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট দর্শনে ভক্তগণ গমন করেন। শ্রীপাদ পর্য্যটক মহারাজ তথাকার স্থান মহিমা কীর্তন করেন, অতঃপর যমলার্জুন ভঞ্জন স্থান ও গোকুল শ্রীনন্দ মহারাজের গৃহ দর্শন করা হয়। তথায় শ্রীল গুরুদেব বৈষ্ণবগণসহ 'কোথা গেল নন্দঘোষ'—কীর্ত্তনটি আস্বাদন করেন এবং আরাত্রিক আদি করেন। তৎপশ্চাৎ রাধারাণীর জন্মস্থান র‍্যাভেল দর্শন করা হয়। উক্তস্থানের মহিমা শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ বর্ণন করেন এবং দর্শনান্তে সন্ধ্যার পূর্বে ভক্তগণ বৃন্দাবন মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীল গুরুদেবের বৃন্দাবনে অবস্থিতি কালে উক্ত দিবস সন্ধ্যায় গুরুপূজার অনুষ্ঠান করা হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর সন্ত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি বৈভব পর্য্যটক মহারাজ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমতী মনিমঞ্জরী দাসী গুরুমহিমা বর্ণন পূর্বক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। অতঃপর শ্রীল গুরুদেব প্রত্যাভিভাষণ দেন। গুরু পূজা উপলক্ষে প্রায় ২০০ শত ভক্তকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরন করা হয়।

২১ অক্টোবর যথাবিধি উষাকীর্তন, শ্রীবিগ্রহারতি, শ্রীগুরু আরতি ও মন্দির পরিক্রমার পর প্রসাদ-সেবান্তে শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে সংকীর্তনসহ শ্রীগুরুদেবকে অগ্রনী করিয়া ভক্ত ও যাত্রীগণ বাসযোগে শ্রীরাধাকুন্ডস্থিত শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ অভিমুখে রওনা হইয়া পথে ভাণ্ডীর বন ও বংশী বট রাসস্থলী দর্শন ও পরিক্রমা করা হয়, তথায় কিয়ৎসময় পদাবলী কীর্তন হয়, শ্রীপাদ ভক্তি বৈভব পর্য্যটক মহারাজ স্থান মাহাত্ম্য প্রাঞ্জল ভাবে পরিবেশন করেন। অতঃপর মানসরোবর দর্শন, এবং তথাকার মহিমা শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্ত মহারাজ পবিবেশন করেন তথা হইতে যাত্রীগণ বেলবন দর্শন এবং সন্নিকটস্থ রাসমঞ্চ দর্শন করেন, তথাকার স্থান মহিমা শ্রীপাদ ভক্তি নিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ 'গোপীর আনুগত্য বিনা কৃষ্ণ নাহি পাইয়ে' পয়ার অবলম্বনে সখীস্বরূপা শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবালাভ হয় না—বিষয়ে হরিকথা পরিবেশন করেন। অতঃপর কোকিলাবন আদি দর্শন পূর্বক ভক্তগণ সন্ধ্যায় শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠে পৌছান।

২২/১০/১৪ তাং উষা আরতি সংকীর্তন, শ্রীবিগ্রহ-গুরু আরতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে মহাপ্রসাদ সেবন পূর্বক পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবকে অগ্রনী করিয়া সংকীর্তন সহযোগে মঠ হইতে রওনা হইয়া বাসে বর্ষানাভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় পাহাড়ের উপর শ্রীজীর মন্দিরে কীর্তন করিতে করিতে উপস্থিত হন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শ্রীরাধারানীর কীর্তন-যোগে আরতি করেন। কিয়ৎ সময় স্তব পাঠ হয়, অতঃপর মিশনের সেবা সচিব শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ রাধা তত্ত্ব ও শ্রীরাধার মহিমা প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশন করেন, তৎপরে শ্রীল গুরুদেব শ্রীরাধারানীর সর্বোৎকৃষ্ট রূপ, সৌভাগ্য এবং বশীকরণ যোগ্যতা বিষয়ে হরিকথা পরিবেশন করেন। অতঃপর তথা হইতে ভক্তগণ কীর্তন করিতে করিতে প্রেম সরোবর ও সংকেত দর্শনে গমন করেন। তথা হইতে নন্দগ্রাম ও পাবন সরোবর হইয়া যাবট দর্শনে গমন করেন। শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী মহারাজ জটিলাকুটীলা স্থানের মহিমা কীর্তন করেন। সন্ধ্যাকালে যাত্রীগণ মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যায় যথা রীতি আরতি, মন্দির পরিক্রমা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠাদি অনুষ্ঠিত হয়।

২৩/১০/১৪ তাং উষঃ কালে ভক্ত যাত্রীগণ শ্রীল গুরুদেবকে অগ্রনী করিয়া কীর্তন করিতে করিতে শ্রীগিরি

রাজ গোবর্ধন পরিক্রমা করেন। কুসুম সরোবর, শ্রীহরিদেবের মন্দির, মানসীগঙ্গা দর্শনান্তে শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবসহ ভক্তগণ উপনীত হন। তথায় শ্রীল গুরুদেব ভাবাবেশে শ্রীগোপালজীর আরতি করার পর শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্রীগোপালদেবের সেবা প্রাপ্তি প্রসঙ্গ বিশদ ভাবে পরিবেশন করেন। অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী পাদের গোপাল অভিষেক ও অন্নকূট প্রসঙ্গে চিত্তাকর্ষক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদর্শন করেন। অতঃপর সংকীর্তন পার্টিসহ ভক্তগণ মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানানন্তর শ্রীরাধাকুঞ্জ মঠে পৌঁছান ও প্রসাদ সেবন করেন। অপরাহ্নেকালে সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। দীপাবলী অতঃপর দীপাবলী অনুষ্ঠান, শ্রীমন্দির পরিক্রমা শ্রীগুরু শ্রীবিগ্রহারতি এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠাদি অনুষ্ঠিত হয়।

২৪/১০/১৪ তাং মঙ্গলারতি ও মন্দির পরিক্রমার পর শ্রীল গুরুদেবের ভজন গৃহে আরতি ও বৈঠকী কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়; শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ, শ্রীপাদ ভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ চতুভুজ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরঘুনাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজকিশোর দাস ব্রহ্মচারী, (দিল্লী) প্রমুখ ভক্তগণ কীর্তন করেন।

পূর্বাহ্নে বেলায় ১০টা ৩০ মিনিটে শ্রীগুরুপূজা-পর্ব, শ্রীগোবর্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের অপর সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন সাধু মহারাজ, শ্রীগোপবন্ধু পন্ডা (খুরদা) ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসগুপ্তা প্রভৃতি ভক্তগণ এবং মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ গুরুপাদপদ্মের মহিমা, শ্রীগোবর্ধন পূজা, অন্নকূর্ট মহোৎসব বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গুরুতত্ব বিষয়ে প্রত্যাভিভাষন প্রদান করেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের উত্তম শৃঙ্গার রচিত হয় এবং ভোগারতি কীর্তন হয় তৎপরে প্রায় তিন শতাধিক সজ্জনকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

অপরাহ্ন কালে শ্রীপাদভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীউপাদেশামৃতের ''বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো মধুপূরী বরা তত্রাপি রাসোৎসবাৎ'' শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

২৫/১০/১৪ তাং অতি প্রত্যুষে শ্রীরাধাকুঞ্জ মঠ হইতে রওনা হইয়া পরিক্রমার যাত্রীগণ মথুরা হইতে ট্রেন যোগে কলিকাতা ও স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ❑

শারদীয়া দুর্গোৎসবে সপ্তদিবসীয় ''গৌড়ীয় দর্শন'' সম্বন্ধীয় বক্তৃতা

প্রথম দিবস, তাং —১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৪

আলোচ্য বিষয়—গৌড়ীয় দর্শনে 'শ্রীবিগ্রহসেবা'

সংগ্রাহক ঃ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, কলকাতা

''বিগ্রহ'' শব্দের শাব্দিক অর্থ **বিশেষরূপে সেবা গ্রহণ করেন যিনি।** এই বিগ্রহ দ্বিবিধ, যথা—স্বয়ম্ভু প্রকটিত বিগ্রহ এবং মহাজন প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ।

বিগ্রহসেবা—পৌত্তলিকতা নয়

গৌড়ীয়দের বিগ্রহ সেবা সাক্ষাৎ জ্ঞানে সেবা। এখানে পৌত্তলিকতা অর্থাৎ মূর্ত্তি পূজার ন্যায় কোন আবাহন-বিসর্জনের ব্যাপার নেই। পৌত্তলিকতা অর্থে বোঝা যায় পুতুল পূজা বা মূর্ত্তি পূজা। স্মার্তবাদীগণ দেবদেবীর পূজাকালে তাঁর নির্দিষ্ট মূর্ত্তিস্থাপন করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পূজা শেষে দেবদেবীকে বিসর্জন দেন। এই পূজা যে কোন উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়, হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুরাগ দ্বারা চালিত নয়। আবাহন ও বিসর্জনের দ্বারা এই যে আরাধনা পদ্ধতি, তাই পৌত্তলিকতা। এই সম্বন্ধে গীতায় (৭।২০) স্বয়ং ভগবানের উক্তি—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

কিন্তু গৌড়ীয় দর্শনে পৌত্তলিকতার কোন স্থান নেই। ''প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন''—এই ভাব নিয়ে গৌড়ীয়দের বিগ্রহ সেবা।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

বিগ্রহ—চিদ্ ইন্দ্রিয়বাণ

এই শাস্ত্রবাণীর বিশ্বাসী গৌড়ীয়। এখানে বিগ্রহের সেবা সুখানুসন্ধানময়ী। গৌড়ীয়গণ কৃষ্ণের বা বিগ্রহের চিন্ময় ইন্দ্রিয়তর্পনের জন্য অখিলচেষ্টাযুক্ত। এখানে বিগ্রহ ভগ (ঐশ্বর্য) বান, দয়াবান, ক্ষমতাবান, করুণাবান এবং তিনি চিন্ময় ইন্দ্রিয়বান। তিনি জড়াকার বা নিরাকার নন। এমনকি তিনি জড় সাকার যুক্তও নন। তিনি চিন্ময় সাকার যুক্ত। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সেবা গ্রহণ বিষয়ে পূর্ণ সমর্থবান। তাই ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মাজী বলেছেন—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি
পশ্যান্তি, পান্তি, কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দ চিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহুং ভজামি ॥

জগন্নাথদেব শ্রীক্ষেত্রধামে নিজ নয়নকমলের দ্বারা এবং গয়াতে শ্রী বিষ্ণুভগবান তাঁর পাদপদ্মের দ্বারাই সমস্ত সেবা গ্রহণ করছেন। গৌড়ীয় দর্শনে বিগ্রহ স্বয়ং 'বাচ্য অবতার'। সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দময়। যেরূপ তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ, সেরূপ তাঁর বিগ্রহও সাক্ষাৎ ।

সেবার বাস্তব স্বরূপ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা পাই—

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ'।

(চৈঃ চঃ-মধ্য-১৭।১৩১)

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজে ষড়গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার করে যখন প্রেরণ করেন, তখন তাঁর যে মনোভীষ্ট পূরণার্থ গোস্বামীগণ ব্রতী হয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল **বিগ্রহ সেবা প্রকটন**। এছাড়া শ্রীরূপগোস্বামীপাদ যে ৬৪ প্রকার শুদ্ধভক্ত্যাঙ্গ সকল নিরূপণ করেছেন তার মধ্যে মুখ্য পাঁচ প্রকার। তার মধ্যে **শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তি-সেবনের** কথা রয়েছে। সেব্য-সেবক-সেবা যেখানে একই Platform-এ উপস্থিত তখনই প্রকৃত সেবা হয়। এই সেবার দ্বারা ভক্ত ও ভগবান উভয়েই চিন্ময় আনন্দের মধ্যে ভাসতে থাকেন। সেব্যতত্ত্ব সেবকের সেবাবৃত্তিতে উল্লসিত হন, সেবক সেব্যের সুখানুসন্ধানময়ী সেবায় পরমানন্দ লাভ করেন এবং সেবা সেব্যের চিন্ময় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে ধন্য হন। অর্থাৎ চিদবিলাসের মধ্যে সেব্য-সেবা-সেবক এই তিন তত্ত্ব আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হতে থাকেন। গৌড়ীয়গণ আত্মবৎ সেবা করেন। এই সেবা প্রাথমিক অবস্থায় বিধির আকার যুক্ত হলেও সেবকের সেবাবৃত্তির শুদ্ধ ভূমিকায় তা পূর্ণমাত্রায় স্বতন্ত্র স্বরূপ। ভগবান যেরূপ স্বরাট ও স্বতন্ত্র, তেমনি তাঁর সেবাও স্বতন্ত্র। ভগবান যেরূপ স্বেচ্ছাময়, সেবাও তাঁর অনুবর্তনকারীনি। ভগবান ঠিক যেমনটি চান, সেবা শুদ্ধসেবকের মাধ্যমে ঠিক সেভাবেই প্রকটিত হন। সেবার সেব্যের সুখানু-সন্ধানময়ী এই বৃত্তিটি নিত্য। তাই সেবাও নিত্য। অতএব বিগ্রহ, বিগ্রহসেবা এবং বিগ্রহসেবক-তিনই নিত্য, সর্বত্র ও সর্বদা বিদ্যমান। এইরূপ সেবায় সেব্য কখনও প্রভুরূপে, কখনও পুত্ররূপে, কখনও সখারূপে আবার কখনও প্রাণনাথ রূপে সেবিত হন। সেবকগণ তাঁকে পাল্যজ্ঞানে সেবা করেন। সেবার অপর নাম লীলা-পরিপুষ্টি। অর্চ্চাবতার স্বরূপ এই বিগ্রহসেবা কৃপালীলার অন্তর্গত। সেবার দ্বারাই ভোগ্য ও ভোক্তার সম্বন্ধ স্থিত হয়। তাই এই সেবা ভোক্তা ও ভোগ্যের উভয়ের প্রিয়। সেবার অর্থ বাঞ্ছাপূরণ। ভোক্তা ভোগ্যের সেবা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হন এবং ভোগ্য সেবার দ্বারা ভোক্তাকে সুখী করে নিজে চিন্ময় আনন্দ লাভ করেন।

কীর্ত্তনের দ্বারে বিগ্রহসেবা

কলিযুগের জীবের ভাগ্যে এই সেবার চমৎকারিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবলমাত্র হরিকীর্ত্তনরূপ সাধনের দ্বারা প্রাপ্তির পথ দেখিয়েছেন। তাই গৌড়ীয়গণ বিগ্রহসেবা কীর্ত্তনের দ্বারে করেন। তা সে বিগ্রহের জাগরণ হোক বা শয়ন; ভোগ হোক বা ত্রিসন্ধ্যা আরতি; অভিষেক হোক বা পরিক্রমা; প্রসাদ সেবা হোক বা জয়গাণ-সমস্ত ক্রিয়াই হরিকীর্ত্তন সহযোগেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সাধনকেই শ্রীমন্মহা-প্রভু অভিধেয়সার বলেছেন। তাই **গৌড়ীয়গণ কীর্ত্তনের** দ্বারে বিগ্রহ সেবা করেন। ইহাই গৌড়ীয় দর্শনে বিগ্রহসেবার তাৎপর্য্য। ❑

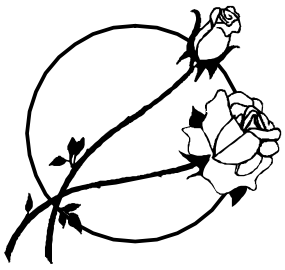

উপায় কি?

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহিত

এই যে, সুধীর ভায়া! অনেকদিন পরে ভাই তোর সঙ্গে দেখা হলো। কেমন আছিস্?

সুধীর—ভাই; বড় ভাল নেই।

সুশীল—কেন ভাই, কি হয়েছে?

সুধীর—কিছুই হয় নি, তবে কিনা তবুও যেন ভাল নেই।

সুশীল—তোর সঙ্গে কয়েকটী কথা আছে। চল, বল্‌তে বল্‌তে যাই।

সুধীর—ভাই, আজ আর হবে না। আমি বড়ই ব্যস্ত। এখনি চলে যেতাম, তবে তুই কি ভাব্‌বি ভাই চক্ষুলজ্জায় যেতে পারিনি।

সুশীল—সুধীর আবার ব্যস্ত। কেন কোন বিপদ হয়েছে কি?

সুধীর—ভাই বিপদ-ত কিছুই দেখি নে, তবে কিনা এমন একটা বিশেষ পদ লাভ করেছি, যাতে একটুও অবসর নেই।

সুশীল—সে পদটা কি?

সুধীর—ভাই, কথায় কথা বেড়ে যাবে, আমারও সময় নষ্ট হবে। তুই ত আর কিছু বুঝ্‌লি নে।

সুশীল—কি ভাই, কি বল্‌ছিস বুঝ্‌তে পারি নে।

সুধীর—আর ভাই, বুঝে কাজ নেই। বেশ সুখে আছ, চিন্তা নেই, খাও, দাও আর 'ভগবান্' 'ভগবান্' করে ঘুরে বেড়াও। আমাদের ভাই স্ত্রী, পুত্রই ভগবান্, ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাই নে। আর এরা সাম্‌নে থেকে কথা বলে, অভাব জানায়।

সুশীল—বড় অধীর হলি যে? একেবারেই ভগবানের কথা এনে ফেল্লি ভাই। আচ্ছা তবে একটা কথা বলি শোন,—স্ত্রী পুত্র যদি তোর কাছে ভগবান্ হবে, তবে তাদের আর অভাব থাকবে কেন? ভগবানের কি কোন অভাব আছে, না তিনি সকলের অভাব মিটান?

সুধীর—ভাই, তোর সঙ্গে পারবো না। তুই হলি ভগবদ্ভক্ত, আর আমি স্ত্রী, পুত্রভক্ত।

সুশীল—ভাই স্ত্রী, পুত্র থাক্‌লেই কি সব অসুবিধা এসে পড়ে? তারা কি জীব নয়? বরং বান্ধববিহীন দেশে যদি চলবার পথে কয়েকটী সঙ্গী পাওয়া যায়, তাতে লাভ না ক্ষতি?

'সুধীর—ভাই, আমি চল্লাম। আর বেশী তত্ত্ব-কথা বলিস্ না। তা হ'লে আমার সব নেশা ছুট্‌বে। আমি বেশ মৌতাত করে বসে আছি।

সুশীল—ভাই বেশী ব্যস্ত হোস্ না যে ভাবে চল্‌তে আরম্ভ করেছিস্ সে ভাব বেশী দিন থাক্‌বে না।

সুধীর—দেখ, বেশী বলিস না। যারা আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, আমি তাদের না ভাল বেসে থাক্‌তে পারি?

সুশীল—কাদের? যারা তোর চিরদিনের নয় তাদের? আচ্ছা তোর স্ত্রীর সঙ্গে তোর কয় বৎসর সম্পর্ক হয়েছে? আর ভাল-বাসা! সেটা ঘৃণা স্বার্থপরতা বা কাম নহে। তুই যে ভাবে তাদের ভাল বাসিস্ তাতে তোর ও তাদের সুবিধা হচ্ছ কি?

সুধীর—ভাই, ও' সব ছেড়ে দাও। আমি ও' সব কথার ধার ধারি নে। ধর্ম্ম কর্ম্ম আমার দরকার নেই। আমি আমার লোককে ভালবাসবো না?

সুশীল—সুধীর ভায়া দেখ্‌ছি অধীরতার শেষ সীমায় গিয়েছে। যাক্ একটা কথা বলে বিদায় নেই। ভাই তোমার ছয় বৎসর পূর্ব্বের বিবাহিত স্ত্রী ও গত বৎসরের পুত্র তোমার নিত্য কালের সঙ্গী। বেশ বুঝলাম। তুমি যে দেহে বাস কর, এটা কার জান কি?

সুধীর—কেন? আমার—এটা বোকা লোকেও বোঝে।

সুশীল—হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। মাতৃগর্ভ থেকে যাকে পাওয়া গেছে, আর মৃত্যুর সময় যাকে ছাড়তে হবে, সেটা তোর চিরদিনেরই ভাই, আর বোকামী করিস না। এখনও ফিরে চল। ভাই সব ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। এদেহটা যে স্ত্রী পুত্রের ত' দূরের কথা তোরও নহে। এটা যে শৃগাল কুকুরের ভর্ক্ষ্য।

এই কথা শেষ হতে হতে সুধীর বাবু অধীর হয়ে সরে পড়লেন আর সুশীল বাবু গম্ভীর হয়ে পড়লেন কিছু পরে দুই জনই অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। আমি তখন চিন্তায় পড়লাম। হায়! হায়! একি কথা। এত সোজা কথা, খাঁটি কথা আমরা একবারও চিন্তা করি না। আমরা যখন আমার দেহকে চিনি না, তার তত্ত্ব কি বুঝি না তখন স্ত্রী পুত্রকেও চিন্‌তে পারি না। যে নিজেকে জানে না, সে পরকে জান্‌বে কি ক'রে?

আমরা যে দেহপিণ্ডকে সর্ব্বদা নিয়ে বেড়াই, যার সুখের জন্য কত না কি, করি, সেটা আমার হলো না? শৃগাল কুকুরের খাদ্য? আমরা যে তবে শ্ব শিবার খাদ্য দ্রব্যকে পুষ্ট করে বেড়াই। তবে এবিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় কি? ❑

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শনী

মহোৎসব পঞ্জী

৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী) শনিবার হইতে ১৪ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫) শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা

১৪ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৪) শুক্রবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ মঙ্গল অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব

১৫ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫) শনিবার, পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ

(সিমুলিয়া ● শরডাঙ্গা ● শোনডাঙ্গা ● মেঘারচর ● বেলপুকুর বা বিল্বপুষ্করিণী ● শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পাট ● বামনপুকুর ● চাঁদকাজীর সমাধি ● রুদ্রপাড়া ● শঙ্করপুর ● নিদয়াঘাট ● শ্রীমাধাইর ঘাট ও শ্রীধরাঙ্গন ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা)।

১৬ই ফাল্গুন (১লা মার্চ, ২০১৫) রবিবার, পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ

(গাদিগাছা ● হংসবাহন ● গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ● শ্রীসুরভিকুঞ্জ ● শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ● শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির ● সুবর্ণ-বিহার ● অলকানন্দা ● মহাবারাণসী ● শ্রীহরিহরক্ষেত্র ● শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা) **শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস।**

১৭ই ফাল্গুন (২রা মার্চ, ২০১৫) সোমবার, পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ

(কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ ● প্রৌঢ়মায়া (পোড়ামাতলা) ● শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর ও সমাধি ● রাহুতপুর ● চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির ● সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর — শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির স্থান পরিক্রমা) **দি ৯।৫৪ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।**

১৮ই ফাল্গুন (৩রা মার্চ, ২০১৫) মঙ্গলবার, পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ

(জান্নগর—জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান ● মামগাছি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ● সিদ্ধবকুলতলা শ্রীসারঙ্গমুরারির শ্রীপাট ● শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন)।

১৯শে ফাল্গুন (৪ই মার্চ, ২০১৫) বুধবার, পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীমায়াপুর (শ্রীঅন্তর্দ্বীপ) **পরিক্রমণ**

(শ্রীযোগপীঠ-মন্দির ● শ্রীনৃসিংহ-মন্দির ● শ্রীবাসাঙ্গন ● অদ্বৈতভবন ● শ্রীমুরারিগুপ্তভবন ● শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন ● শ্রীচৈতন্যমঠ ● শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি ● শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি ● বল্লালদীঘি পরিক্রমণ।) সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও শ্রীগৌরজয়ন্তীর শুভ অধিবাস।

২০শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ, ২০১৫) বৃহস্পতিবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস ● অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা ●** ভক্ত সম্মেলন ● শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা ● শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ ● প্রদোষে

শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।

২১শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ, ২০১৫) শুক্রবার

দি ৯।৫২ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ।
মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(১) পরিক্রমায় অংশগ্রহণকারী সকল ভক্ত ও যাত্রীগণের নিকট নিবেদন দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় এ বৎসর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় যাত্রীপ্রতি সেবানুকূল্য কিছুটা বর্দ্ধিত করা হইতেছে। এ বিষয়ে সকলে সচেতন হইয়া নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান করিবেন।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন। বিনা টিকিটে ধামবাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না।

পথের পরিচয় ঃ বাহিরের যাত্রিগণ ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর সিটি জংসনে নামিয়া অটোরিক্সা যোগে অথবা হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া ১০ মিনিটে স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবেন।

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় "শ্রীভক্তিপত্র" (মাসিক), উড়িষ্যা ভাষায় 'পরমার্থী' (মাসিক) এবং হিন্দী ভাষায় 'বৈকুণ্ঠ বার্ত্তা' (ত্রৈমাসিক) পারমার্থিক পত্রিকা আপনি পড়ুন ও সকলকে পড়ান।

শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্

গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত

ধরায় বুদ্ধিমত্তম বল কেবা সে? ধ্রু
এ সংসারে এসে ভাই থাকিতে ক'দিন পাই,
তা'র মাঝে লোটা চাই যত সুখরাশি।
দু'দিন থাকিয়া ভবে, যখন সুবিধা পাবে,
ভোগের চরম কর, শুধু খুসি হাসি ॥
এই ভাব হৃদে যার, চতুর সে কিরে?
যত পার প্রবঞ্চনা, কর তায় নাহি মানা,
পাপকার্য্যে নাহি কর কিছুমাত্র ভয়।
ঋণ করে খাও দাও, মনঃসুখে নিদ্রা যাও,
আহার বিহার কর যেবা মনে লয় ॥
এইভাবে হৃদে যা'র চতুর সে কিরে?
কুকর্ম্মে কুফল তা'র, বহিবে নরকভার,
ইহ-পরকালে দুঃখ লাভ হবে তা'র।
সুখের আশায় ছুটে, দুঃখের পসরা জুটে
সুখ আশে পাপিষ্ঠের দুঃখ হয় সার ॥
নির্ব্বোধ সে ফেরে পড়ে আপন ফিকিরে ॥ ১
যাগযজ্ঞ ব্রতহোম, পূজে রবিতারা সোম,
পুণ্যময় কার্য্য কর্ম্মে প্রধান পণ্ডিত।
ইহকালে সুখ পাবে, পরকালে স্বর্গে যা'বে
দান ধর্ম্ম তপোযোগ সদ্গুণমণ্ডিত ॥
এই ছাঁচে ঢালা যেবা, চতুর সে কিরে?
বেদবিধি মত কর্ম্ম মীমাংসার সারধর্ম্ম
স্মার্ত্তবিধি অনুসরি করে যেবা ভাই।
সংযম শিখেছে সেও, পাছে তা'রে দুঃখে ঢেউ
নিমজ্জিত করে, ইহামুত্র সুখ তা'র চাই ॥
এই ছাঁচে ঢালা যেবা, চতুর সে কিরে?
যত পুণ্যকর্ম্ম কর, কর্ম্মকাণ্ড অনুসর,
পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম উভে তোমার বাঁধন ॥

স্বর্গ লাভ কর্ম্মফলে, সেই কর্ম্ম শেষ হ'লে
এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসি আবার কাঁদন।
নির্বোধ সে বাঁধা পড়ে আপন ফিকিরে ॥ ২
অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি, যা'র হয় মনোবৃত্তি,
ভোগে দুঃখ জানি ত্যাগ করিতে যতন।
পূজা মনঃ শুদ্ধি তরে স্বকল্পিত প্রতিমারে,
সোহং সিদ্ধি হ'লে তারে করে বিসর্জ্জন ॥
এই ত্যাগরীতি যা'র চতুর সে কিরে?
জীবে ঈশ্বরে অভেদ, জীবে জীবে নাহি ভেদ
ঈশজড়ে, জীবজড়ে, জড়ে জড়ে, এক,
পঞ্চ ভেদ না মানিয়া, কেবলাদ্বৈত লইয়া
নির্ভেদব্রহ্মত্ব মুক্তি, যাহার বিবেক ॥
এই ত্যাগরীতি যা'র চতুর সে কিরে?
তুচ্ছমায়াবাদ বলে অহংগ্রহে উপাসিলে
শূন্যবাদ নাস্তিকতা সম তার ফল।
পৌত্তলিকতা কুমোহে উপেক্ষিয়া চিদ্বিগ্রহে,
ফল্গুত্যাগে যত্ন তা'র, ছলনা কেবল ॥
নির্বোধে সে বিজড়িত আপন ফিকিরে ॥ ৩
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান তা'রে কই যা'র প্রাণ
সদা রত শ্রেষ্ঠশুভ লভিবার তরে।
বাজে কাজে কালক্ষয় তিলমাত্র নাহি হয়,
চরম কল্যাণ লভে সদা যত্ন করে ॥
ভোগত্যাগে শুভ নাই শ্রেষ্ঠ শুভ কিরে?
ধর্ম্মে নিত্য শুভ নাই, অর্থ কামে নাহি পাই,
মোক্ষে, বল, সে শুভ না মিলে।
সে কল্যাণ চতুর্ব্বর্গে, নাহি যদি কোন সর্গে
মিলে তাহা, কহ মোরে, কেমন করিলে?
ভোগত্যাগে নাহি শুভ শ্রেষ্ঠ শুভ কিরে?
জীবনিত্য কৃষ্ণদাস, ভুলিয়া মায়ার ফাঁস
প'রে গলে স্বরূপ সে ভুলেত' গিয়েছে।
কৃষ্ণ ও তদীয় সেবা, ইহাকে ছাড়িয়া কেবা
চরম কল্যাণ পথ কবে বা পেয়েছে?
শুদ্ধভক্তিরতজনে চতুর কহিরে ॥ ৪

বীরভূম জেলায় নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে বীরভূম জেলার লাভপুর থানা অঞ্চলে হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনস্থ কামোদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিগত ২ রা নভেম্বর, ২০১৪, রবিবার, সকাল ১০.৩০ মিঃ হতে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত এক নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় ২০০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয় ও বিনামূল্যে সকলকে ঔষধ বিতরণ করা হয় । কলকাতা ই. এন. টি. বিশেষজ্ঞ ডঃ পি. আর. রায়. চৌধুরী, (এম. ডি) মহাশয় রোগীদের চিকিৎসা করেন। মিশন থেকে শ্রীপাদ সুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ দাসাধিকারী এবং স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে শ্রীঅর্দ্ধেন্দু দাসাধিকারী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাসাধিকারী প্রভৃতি সহযোগিতা করেন। এব্যাপারে কামোদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরণজিৎ কুমার ঘোষ ও সহ শিক্ষকদের অকৃত্রিম সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপকৃত মানুষদের মধ্যে অনেককেই গৌড়ীয় মিশনের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ❑

নিজে পড়ুন ও অপরকে পড়ান

এতদ্বারা সকল শ্রীভক্তিপত্রের গ্রাহকদের জানানো হইতেছে যে, গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত মাসিক বাংলা পারমার্থিক পত্র ''শ্রীভক্তিপত্র'' মিশনের পূর্বতন আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে ইহা ''সজ্জনতোষণী'', ''দৈনিক নদীয়া প্রকাশ'', ''গৌড়ীয়'' ও ''শ্রীগৌড়ীয়'' নামে ১৮৮১ সাল হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এই পত্রিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী, মহাজনদের সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ ও বিভিন্ন সন্ন্যাসী ও ভক্তদের লিখিত বর্ত্তমান যুগের সমস্যা ও তৎদূরীকরণের উপায় সম্বন্ধীয় অজ্ঞাতবিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে আপনাদের প্রচেষ্টায় আমরা প্রায় ১৫০০ জন সদস্য পেয়েছি। আমাদের একান্ত ইচ্ছা উক্ত গ্রাহক সংখ্যা ২০১৫-১৬ এর মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ২৫০০ জনে পরিণত হউক। সেজন্য যাহারা গ্রাহক হইয়াছেন তাহাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ অন্ততপক্ষে যেন ৪-৫ জন করিয়া নতুন গ্রাহক করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বানী প্রচারে সহায়তা করুন।

যোগাযোগ ঃ ০৯৯০৩৬১৫৫৮৬, ০৮৪২০৬৯২৯৫২

নিবেদক—
শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

বিশেষ নিবেদন

এতদ্বারা সকল সজ্জনমণ্ডলীদের জানানো হইতেছে যে, জগৎগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১০০ বছরের পুরাতন বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন তথা শ্রীগৌড়ীয় মঠ। মিশনের বর্তমান আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ইচ্ছানুসারে বর্তমানে ভগবান শ্রীবেদব্যাস বিরচিত দ্বাদশখণ্ড সমন্বিত "শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থ প্রকাশন কার্য শুরু হইয়াছেন। প্রায় ৭টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। আরও পাঁচটি খণ্ড প্রকাশনে অর্থাভাব দেখা গিয়াছে। উক্ত পাঁচটি খণ্ড প্রকাশ করিতে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষাধিক (৭,৫০০০০/-) অর্থের প্রয়োজন।

সকল শ্রদ্ধালু সজ্জন ভক্তবৃন্দদের উক্ত সেবানুকূল্যে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানানো হইতেছে। যাহারা অর্থানুকূল্য করিবেন তাহাদের নাম নথিভুক্ত করা হইবে।

যোগাযোগ—শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ—Mobile No.-08420692952, Cheque/Draft এই নামে পাঠাবেন—"Gaudiya Mission Book Department" A/C No-0090010381604, IFSC Code No-UTBI0BAZ101, United Bank of India, Baghbazar Branch. এই দান আয়কর বিভাগের 80G ধারায় কর মুক্ত হইবে।

নিবেদক—
শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

Registered : KOL RMS/35/2013-2015

Date of Publication on 02/12/2014

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের নতুন প্রকাশন

গৌড়ীয় মিশন হইতে শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১২টি খণ্ডে নূতন প্রকাশিত হইতে চলিতেছেন। ইতিপূর্বে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম (ব্রজলীলা), ১২শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবত ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org